কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ অধিশাখা
(www.moa.gov.bd)

স্মারক নং-১২.০২৪.০০৪.০১.১১.০০২.২০১৪-৩৫৭

তারিখঃ ০১ ভাদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ।
১৬ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত 'সদাচার সংকলন' এর আলোকে তথ্য প্রেরণ।
সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪:অংশ-১.২০১৪-৩১২; তারিখঃ ২৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত 'সদাচার সংকলন' এর সংশ্লিষ্ট অংশের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উদ্ভাবনী উপায়ে জনগণকে সেবা প্রদানে এ সংকলন উৎসাহ যোগাবে। এছাড়া অনুরুপ কোন সদাচার চর্চা তাঁর দপ্তরে অনুসৃত হয়ে থাকলে তা প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০১ (এক) পাতা)।

(সুব্রত ভৌমিক)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৬২৬।
ই-মেইলঃ admn5.moa@gmail.com

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
মন্ত্রণালয়ঃ
১। অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/সম্প্রসারণ/গবেষণা/নিরীক্ষা/আইসি/মহাপরিচালক (বীজ উইং), কৃষি মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্মপ্রধান(পরিকল্পনা), কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয় (পত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
দপ্তর/সংস্থাঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
২। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা উনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবন।
৯। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১০। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।
১১। নির্বাহী পরিচালক, ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
১২। পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৩। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৪। পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৫। পরিচালক,বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
অনুলিপিঃ
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। সচিব মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ....৩৩:০৯২.৩১৬:০০:০০:০৩৪:অংশ-১.২০১৪-৩১২

তারিখ .....২৭/০৭/২০১৫.....

বিষয়ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত 'সদাচার সংকলন' এর কপি প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক একটি সদাচার সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। উদ্ভাবনের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুনগত পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই লক্ষ্যে গণখাতের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে উদ্ভাবনী সংস্কৃতির লালন ও বিকাশের জন্য এ ইউনিট কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ সদাচার সংকলন প্রকাশ করা হলো। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ আরও **কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ,দপ্তর**/সংস্থায় অনুসৃত সদাচার এতে তুলে ধরা হয়েছে।

তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থায় অনুরুপ চর্চার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে উদ্ভাবনী উপায়ে জনগণকে সেবা প্রদানে এ সংকলন উৎসাহ যোগাবে।

এমতাবস্থায় সংকলনে উল্লেখিত সদাচার সমূহের চর্চা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং একই সাথে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরে এরুপ চর্চা প্রচলিত থাকলে তা অত্র কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ সদাচার সংকলন ০১কপি

(হাসিনা বেগম)
উপ-পরিচালক (ইনোভেশন)
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
e-mail: ddinnovationgiu@pmo.gov.bd
ফোনঃ +৮৮০২-৯১৩১৮৬৫

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭.১ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অভিযোগ পেইজ যুক্তকরণ

ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের যে কোন অভিযোগ/ আপত্তি গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অভিযোগ পেইজ যুক্ত করা হয়েছে।

প্রাপ্ত অভিযোগ প্রিন্ট করে প্রথমে নথিতে উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত পদক্ষেপ/ সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীকে ই-মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।

ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের প্রচুর অভিযোগ থাকে। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সকল অভিযোগ মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাতে হলে অভিযোগকারীকে সশরীরে ঢাকা এসে অভিযোগ করা সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য বলে অভিযোগকারীকে হয়রানির শিকার হতে হতো। কিন্তু অনলাইনে অভিযোগ প্রেরণের সুবিধা থাকায়, দেশের যে কোন স্থান হতে নির্বিঘ্নে যে কেউ কোন অভিযোগ/ আপত্তি/ জিজ্ঞাসা করে তার উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন। ফলে অর্থ ও সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি হয়রানি দূর হয়েছে।

৭.২ মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত সফটওয়্যার চালু

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত মামলা-মোকদ্দমার তথ্য সংরক্ষণের জন্য এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে দেশের সকল জেলার ভূমি সংক্রান্ত মামলার তথ্য সংরক্ষণ এবং শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। একইসাথে সকল জেলায় গৃহীত মামলার সংখ্যা, নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা, রায়ের তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জানা যায়। জেলা প্রশাসকগণের সমন্বয়ে সার্বিকভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইটি সেল এটির সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। এ সফটওয়্যারটি চালুর পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে সারাদেশের মামলা সংক্রান্ত কোন তথ্য/ উপাত্ত ছিলনা। বর্তমানে সকল মামলা, মামলা নিস্পত্তি এবং ধার্য তারিখ ও রায়ের বিষয়ে সহজেই সকল তথ্য জানা যায়।

৮.১ ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগার

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি, আর কৃষির মূল উপকরণ বীজ। ভাল বীজে ভাল ফসল। তাই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপায় হচ্ছে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার। ব্যবহৃত বীজ মানসম্পন্ন না হলে কোনক্রমেই ভাল ফলন আশা করা যায় না। শুধুমাত্র মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার দ্বারা ফসলের উৎপাদন শতকরা ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই জনবহুল আমাদের এ কৃষি নির্ভর দেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও নিশ্চিত করতে হলে ভাল বা মানসম্পন্ন বীজ **৯.**

উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। দেশের কৃষি নীতি ও বীজ নীতিতেও এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে বীজের মোট চাহিদার প্রায় ৭৫-৮০% কৃষকগণ নিজেদের সংরক্ষিত বীজ হতে ব্যবহার করে থাকেন, যার গুণগতমান পরীক্ষিত নয়, এবং মানসম্পন্ন নয় বলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। তাই সার্বিকভাবে বীজের মানের উন্নয়ন ঘটাতে হলে কৃষকের উৎপাদিত, সংরক্ষিত ও ব্যবহৃত বীজের মান উন্নত করতে হবে। বীজের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য তার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, সজীবতা ইত্যাদি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। যার সুবিধা খুবই সীমিত। আমাদের কৃষকদের তেমন কারিগরী জ্ঞানও নেই যার মাধ্যমে নিজেরাই প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে তাদের ব্যবহৃত বীজের গুণগতমান জেনে নিতে পারেন। তাছাড়া তাদের নাগালের মধ্যে অর্থাৎ কাছাকাছি কোন বীজ পরীক্ষাগার না থাকায় অর্থ ও সময় ব্যয় করে দূরবর্তী বীজ পরীক্ষাগার হতে বীজ পরীক্ষা সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা তেমন সচেতন বা আগ্রহী নন। ফলে কৃষকগণ তাদের সংরক্ষিত এবং হাট-বাজার হতে সংগৃহীত বীজের গুণগত মান না জেনে অনেক বেশী হারে বীজ মাঠে বপন করেছেন; অনেক ক্ষেত্রে তার মান ভাল না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং অধিক ফলন হতে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। এতে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণেরও অপচয় হচ্ছে।

এ সকল সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয় বীজ পরীক্ষা সুবিধা কৃষকের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে যথাসময়ে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ মেয়াদে ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

১. বীজ পরীক্ষা সুবিধা দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে কৃষকদের সংরক্ষিত ও ব্যবহৃতব্য বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে তদের অবহিতকরণ।

২. বীজের বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে ডিলারদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

৩. মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়ন ও স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ।

৮.২ বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক নামক অনলাইন সেবা

ব্রি ধানের জাত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য, মান সম্মত বীজ সরবরাহ, [illegible] পরিচর্যা, পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমন, ধানের সেচ ও সার [illegible] প্রযুক্তি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক নামে [illegible] চালু করা হয়েছে।